পঞ্চকন্যা

উ ৎ স র্গ

সারাহ ইসলামকে। বেঁচে ছিলেন মাত্র কুড়ি বছর। লড়াই করেছেন ঘাতক রোগের সঙ্গে। তাই হয়তো জীবনকে তিনি চিনেছিলেন আমাদের চেয়েও বেশি। তাই নিজের কিডনি ও কর্নিয়া দান করে গেছেন। মৃত্যুর পরও মানুষের জন্য, জীবনের জন্য সারাহর লড়াইকে সম্মান জানিয়ে

প্রাক্‌কথন

মহাভারতের বৃহৎ ক্যানভাস থেকে গল্প নিয়ে এ বই। পাঠক জানেন, এর আগেও তিনটি বই প্রকাশ হয়েছে মহাভারত-আশ্রিত গল্প থেকে। ছোট করেই লেখা হয়েছিল কর্ণকে নিয়ে 'রাধেয়' এবং শকুনিকে নিয়ে 'শকুনি উবাচ'। পাঠক চেয়েছিলেন আরও বড় পরিসরের লেখা। সেই প্রয়াস থেকে ২০২২ সালে প্রকাশ হয়েছিল 'দ্রৌপদী'। তিনটিই ছিল উপন্যাস। তবে এবার একটু ভিন্ন ধারায় মহাভারতের গল্প আনা হচ্ছে পাঠকের জন্য।

উল্লিখিত তিনটি বই নিয়ে পাঠকের মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছিলাম। মহাভারত-আশ্রিত লেখাগুলো নিয়ে পাঠক প্রতিক্রিয়া ভাবিয়েছে লেখককে। তবে পাঠক যা চান সব সময় লেখকের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব হয় না। কেননা বর্তমান লেখক স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলতি ধারায় লিখতে অনিচ্ছুক। এবারও তাই, মহাভারত-আশ্রিত থ্রিলার না লিখে, লেখা হয়েছে মহাভারতের পাঁচ নারী চরিত্রকে নিয়ে।

হিড়িম্বা, সত্যবতী, সুভদ্রা, অম্বা ও গান্ধারীকে নিয়ে বর্তমান বই। তাদের পাঁচজনের আখ্যান লেখা হয়েছে আলাদা করে। মূলত মহাভারতের বিস্তৃত ক্যানভাসে এই নারীরা এসেছিলেন কাহিনি বা ঘটনার প্রেক্ষিতে। বর্তমান বইয়ে তাদের প্রত্যেককে আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়ছে। এ বইয়ের গল্পগুলো মূলত মহাভারতের ভেতরে থাকা ব্যক্তিকে কাছ থেকে দেখা। তার মধ্যে কিছু বিষয় লেখক নিজের মতো করে লিখেছেন নিজের ভাষায়।

পুরাণে পঞ্চকন্যা বা পঞ্চসতী হিসেবে অহল্যা, মন্দোদরী, তারা, কুন্তী ও দ্রৌপদীকে বোঝায়। প্রথম তিনজন রামায়ণের চরিত্র। বর্তমান বইয়ে লেখক মহাভারতের পাঁচজন নারীকে বেছে নিয়েছেন। এরা বর্তমান লেখকের পঞ্চকন্যা।

এবারের বইটি আরেকটু ভিন্ন ধারায় উপস্থাপনের ইচ্ছা থেকে যুক্ত করা হয়েছে ইলাস্ট্রেশন। বিভিন্ন সিকোয়েন্সের ১০টি ইলাস্ট্রেশন থাকছে বইয়ে। চমৎকার কাজটি করে দেয়ার জন্য চন্দ্রিকা নূরানী ইরাবতীকে ধন্যবাদ।

বরাবরের মতোই এবারও মহাভারতের মূল গল্পেই থেকেছেন লেখক। কিছু যুক্ত করা হয়নি বাইরে থেকে। তবে কাহিনির প্রয়োজনে দুই-একটি চরিত্র তৈরি করা হয়েছে। তবে এ বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মহাভারতের অলৌকিক বিষয়গুলোকে লৌকিক করে দেখানো। যেমন গান্ধারীর শতপুত্রের মিথ, রাক্ষসী বলে আলাদা কোনো 'স্পিসিস' না থাকা, অম্বার পুনর্জন্ম ইত্যাদিকে বাস্তবের নিরিখে দেখানোর চেষ্টা ছিল।

অর্থাৎ, মূল ঘটনা বা চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বদলানো হয়নি। তাদের অবস্থা, অবস্থান ও পরিচয়কে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মিথ থেকে সরিয়ে বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেবল গান্ধারীর শৈলবালা নামটি লেখকের দেওয়া। আলাদা করে এটি উল্লেখ করার কারণ, সম্ভবত মহাভারতের যুগে 'বালা' প্রত্যয় যোগ করে কারও নাম হতো না। তবে লেখকের মনে হয়েছিল গান্ধারীর একটা আলাদা নাম থাকা প্রয়োজন।

প্রত্যেককে নিয়ে আলাদা লেখাগুলো উপন্যাস অবশ্যই না। আবার গল্পও না। চাইলে পাঠক যেকোনো নাম দিতে পারেন। তবে এই বইকে লেখক গল্প সংকলন বলছেন না। এছাড়া আগের বইগুলোতে অপ্রচলিত কিছু শব্দের অর্থ ফুটনোটে দেওয়া হলেও এবার দেওয়া হচ্ছে না। কেননা, লেখক মনে করেন এই জনরার বইয়ের পাঠক এতদিনে তার ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছেন। না হলেও তারা শব্দের অর্থ খুঁজে নেবেন। না নিলেও ক্ষতি নেই।

নারী বরাবরই শক্তির আধার। আর একুশ শতক নারীর এগিয়ে যাওয়ারই সময়। কিন্তু সেই আধুনিক, অগ্রসর যুগেও পুরাণের নারীকে দেখা হয় অবাস্তব চরিত্র হিসেবে। তাদের বাস্তবতা প্রকাশ এবং নারীর প্রত্যয়, শক্তি ও মনের দ্বন্দ্ব নিয়েই এই বই। মূলত এই পঞ্চকন্যা আমাদের মাঝে আজও উপস্থিত।

মাহমুদুর রহমান
২০/০৭/২০২৪
mahrahman10@gmail.com

গহন অরণ্য। দূর হতে দৃষ্টিপাতে মনে হয় রহস্যের আধার। সেখানে নেই সকলের প্রবেশাধিকার। অরণ্য এমন এক অঞ্চল, যে স্থল কেবল পরিচিতেরই জ্ঞাত। অন্যথা, বহিরাগত কেউ দিশা সন্ধান করতে পারবে না। এমনই এক অরণ্যে বসেছে সভা। অরণ্যে বাস এক জাতির। তাদের নাম অজানা। আপনি আপনার মতো বাস করে তারা। পশু শিকার করে। আহার করে। বসবাস গুহায়, কখনো বৃক্ষশাখায়। আবাস নির্মাণ শেখেনি এমন নয়, কিন্তু সেই পরিশ্রমে অনিচ্ছুক। কেননা শিকার করেই তাদের দিন কাটে পরিশ্রমে। শিকার নিয়েই সভা আহ্বান করেছে দলপতি। নাম তার হিড়িম্ব।

'পশুর সংখ্যা হ্রাস হবেই। কেবল আমরাই শিকার করি না। নিষাদরাও এ বনে শিকার করে। কিন্তু অর্থ এই নয় যে শিকার করার মতো পশু লুপ্ত,' বলল দলপতি হিড়িম্ব।

শালপ্রাংশু দেহ তার। উচ্চতার মাপ হিড়িম্বর নিজের নেই, নেই তার গোত্রের কারও। অবশ্য গোত্রের সকলের তুলনায় হিড়িম্বই দৈর্ঘ্যে অধিক। বাহুবলেও সে অগ্রগামী। এ কারণেই নির্বাচিত হয়েছে গোত্রপতি। কণ্ঠও মন্দ্র। কিন্তু অধিক বাক্যব্যয় করে না সে।

গোত্রপতির কথা শেষ হতেই সম্মুখে উপবিষ্ট কুন্তর বলল, 'শিকারের পশু কোথায়?'

হিড়িম্বর মুখে হাস্যের রেখা তৈরি হয়। সে বলে, 'অরণ্য গহিন।'

গোত্রের যুবকরা বুঝতে পারে না হিড়িম্বর কথার অর্থ কী! তবে প্রবীণদের নিঃশ্বাসের শব্দে অনুভব করে তারা উপলব্ধি করে কিছু একটা। তাদেরই মধ্য হতে কুশ বলে ওঠেন, 'গহন অরণ্যে মৃত্যুভয়। পথ অজানা।'

হিড়িম্ব তারুণ্য শেষ করেনি এখনও। অকুতোভয়। কুশলীও। সে কারণেই প্রবীণ কুশ আর তুড়ুম্বকে বাদ দিয়ে তাকে গোত্রপ্রধান করা হয়েছে। গোত্রের সকলেই জানে হিড়িম্ব প্রয়োজনে একাই গহন অরণ্যে গমন করবে।

কিন্তু মৃত্যুভয়ের কথায় হিড়িম্বর মুখাবয়বে পরিবর্তন আসে। কঠিন হয় মুষ্টি। হঠাৎ সে বলে ওঠে, 'মৃত্যুভয় অরণ্যে নয়। অরণ্যের বাইরে।'

হিড়িম্বর বাক্য সকলে অনুধাবন করতে পারে না। তুরুম্ব বলেন, 'মানুষ?'

মস্তক আন্দোলন করে হিড়িম্ব। বলে, 'যারা আমাদের রাক্ষস বলে সম্বোধন করে। আমার বিশ্বাস মানুষেরা অরণ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ওদের ভূমিতে স্থান সংকুলান হয় না। অরণ্যের নিকটে আগমন হয়েছে তাদের। অরণ্যের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করবে।'

কুশ বললেন, 'সেই হেতু তুমি অরণ্যের আরও গহিনে প্রবেশের চিন্তা করো?'

মুখভাবে অনুভব হয়, সায় দিচ্ছে হিড়িম্ব। গোত্রের একটি তরুণ বলে ওঠে, 'পলায়ন কেন করব? প্রয়োজনে যুদ্ধ...'

হিড়িম্ব মুখ তুলে দৃষ্টিপাত করলে তরুণটির কথা অসমাপ্ত রয়। হিড়িম্ব বলে, 'আমাদের আছে কেবল বাহুবল আর শিকারের সাধারণ অস্ত্র। যুদ্ধে জয় অসম্ভব। গহিন অরণ্যে যাওয়াই একমাত্র উপায়। কিন্তু...

তুড়ুম্ব বুঝতে পারেন হিড়িম্বের মনোভাব। প্রশ্ন করেন, 'অপরাধ তো তোমার কিংবা আমাদের না।'

হিড়িম্ব তবু বলে, 'যে প্রকারে মানুষ অরণ্যের প্রতি অগ্রসর হচ্ছে। একই প্রকার আমরাও অরণ্যের গহনে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক। অর্থাৎ, সেই স্থানের পশুদের আবাস হরণ করব আমরা। অপরাধ তো সম প্রকার।'

গোত্রপতির এ কথার উত্তর করতে পারে না প্রবীণরাও। চিন্তাকুল তাদের মুখের রেখা। কুশ প্রশ্ন করেন, 'হিড়িম্ব, মানুষ আগমনের কোনো সংবাদ?'

কিছুটা সহজ হয় হিড়িম্বের মুখ। অবিকল মানুষের মতোই। কেবল মুখের গড়ন আর রং ভিন্ন। সে বলে, 'না। আক্রমণের কোনো সন্দেহ করি না। কিন্তু বায়ুতে মানুষের গন্ধ পাই।'

হিড়িম্ব যখন এ কথা বলল, কিছুটা দূরে থাকা এক রাক্ষস নারীর ভ্রু কম্পিত হয়ে গেল। তার অঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র। দেখে বোঝা যায়, যত্নে থাকে। এহেন বস্ত্র রাক্ষসনারীদের সকলের থাকে না। এ নারী বিশেষ। সম্পর্কে হিড়িম্বর ভগ্নী। নাম তাই হিড়িম্বা।

প্রশ্ন জাগে, ভাইয়ের শেষ কথায় হিড়িম্বার ভ্রুতে কম্পন কেন তৈরি হলো? লক্ষ্য করলে আরও দেখা যাবে তার অঙ্গভঙ্গিও খানিক পরিবর্তন হয়েছে। চিন্তাকুল এ রমণী। এর হেতু জানতে হলে যেতে হবে কয়েক রাত্রি পূর্বে।

হিড়িম্বা নারী। ইতিবৃত্ত রচয়িতারা তাদের জাতিকে রাক্ষস বলে, সে অনুসারে হিড়িম্বা রাক্ষসী। বস্তুত লোকালয়ের মানুষের সঙ্গে যেমন হিড়িম্বর তেমন কোনো পার্থক্য নেই, তেমনি নারীদের সঙ্গেও পার্থক্য নেই হিড়িম্বার। কুড়ি বৎসর অতিক্রম করা হিড়িম্বা নিটোল যুবতি। কিন্তু অবিবাহিতা। কেননা হিড়িম্ব তার ভগ্নীর স্বামী হওয়ার উপযুক্ত রাক্ষসের সন্ধান পায়নি। তবে গোত্রের যুবকরা বলে থাকে, হিড়িম্ব মূলত গোত্রের বাইরে ভগ্নীর বিবাহে ইচ্ছুক। সেই সূত্রে আত্মীয়তা তৈরি হবে ভিন্ন গোত্রে। হিড়িম্ব আরও শক্তিশালী হবে।

তবে একথাও সত্য গোত্রে হিড়িম্বার উপযুক্ত রাক্ষসের অভাব। হিড়িম্বা তার ভ্রাতার ন্যায় দীর্ঘ দেহের অধিকারিণী। গোত্রের কোনো যুবা এক হস্তে বেষ্টন করতে পারবে না তাকে। যুবতি নারীর প্রণয়ের, রতির সাধ তো কম নয়। কিন্তু হিড়িম্বা সাধারণ নারী নয়। গোত্রপতির ভগ্নী। তার মর্যাদা ভিন্ন।

হিড়িম্বা কোনো কোনো রজনিতে নিঃসঙ্গ বোধ করে। সেই হেতু অরণ্যের নানা অংশে ভ্রমণ করে বেড়ায় গভীর নিশিথে। এমনই এক রজনিতে প্রত্যক্ষ করে অদ্ভুত এক দৃশ্য। ছয়জন মনুষ্য আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের অরণ্যে। অবশ্য প্রথমে হিড়িম্বার দৃষ্টিগোচর হয়েছে একজনই। ভ্রাতা হিড়িম্বের ন্যায় শালপ্রাংশু এক মনুষ্য। হ্যাঁ, মনুষ্য। কিন্তু এই অরণ্যে তো মনুষ্য আগমনের কথা নয়। সেই মুহূর্তেই রাক্ষসীর দৃষ্টিপথে আসে অন্য পাঁচ মনুষ্য–চার

পুরুষ এবং এক নারী। সহজেই হিড়িম্বার বোধগম্য হয়, এ নারী মাতা এবং পুরুষগণ তারই পঞ্চপুত্র।

হিড়িম্বার গোত্রের পুরাতন রীতি, মৃত সদস্যের মাংস ভক্ষণ। দীর্ঘকাল তারা ভ্রমণ করছে অরণ্য হতে অরণ্যে। কখনো এক স্থানে বসবাস করা হয়নি। সে কারণে মৃতের সৎকার করে না। মৃত সদস্যের মাংস ভক্ষণই সৎকারসম। কিন্তু খাদ্যের হেতু কোনোদিন তারা নিজ গোত্রের বাইরের মনুষ্যের প্রাণ হরণ করেনি। একাধিক বার বহিরাগত মনুষ্য আক্রমণ করেছে তাদের। কারণ, তারা মনে করে রাক্ষসরা অসভ্য। দ্বিতীয় কারণ, অরণ্য অধিকার করতে ইচ্ছুক ঐ সকল ক্ষমতাবান মনুষ্য। সেই কারণে রাক্ষসরাও মনে করে মনুষ্য তাদের শত্রু।

কিন্তু এই ছয়জনকে প্রথম দর্শনে ক্ষতির কারণ মনে হয় না হিড়িম্বার। সুপুরুষ মানুষটির প্রতি আগ্রহ জন্মেছে হিড়িম্বার। কিন্তু সেই হেতু বাদেও বুদ্ধিমতী রাক্ষসী লক্ষ করে, মনুষ্যগণের পোশাক ধূলিমলিন। কোনো কারণে তারা পলায়ন করেছে কোথাও হতে। মাতা ও তার পুত্রদের মুখ এবং শরীরের লালিত্য দর্শনে ধারণা হয় তারা রাজপরিবারের। বোধ হয় কোনো ষড়ের শিকার।

দূরত্ব রক্ষা করে লক্ষ করে হিড়িম্বা। কিন্তু বারংবার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঐ শালপ্রাংশু পুরুষ। চার ভাই এবং মাতাকে রক্ষা করতে নিদ্রা বিসর্জন দিয়েছে সে। বীর এ পুত্র তাতে আর সন্দেহ রয় না। অন্য ভ্রাতাদের মধ্যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ, তুলনামূলক শীর্ণ। একজন গৌর।

মাতা বৃদ্ধা নন কিন্তু বয়ঃক্রম কম নয়। দেহের গড়ন দৃঢ়। চন্দ্রালোকে এই সবই দৃষ্টিগোচর হয় হিড়িম্বার। অরণ্যে বসবাস